প্রথম আলো

07 MAR 2017

নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত আজ

মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে উদ্যোক্তারা আরও সময় চান

মোশতাক আহমেদ

বারবার সময় পেয়েও অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি। এ জন্য তারা এখন সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাদের অনেকেই বলছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসের ওপর জোর দিচ্ছে, কিন্তু এর জন্য প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা হচ্ছে না। পাশাপাশি শিক্ষকের সংকটে হাবুডুবু খাওয়ার কথা বলছেন তাঁরা।

মানসম্মত শিক্ষার বহুবিধ অন্তরায়ের কথা তুলে ধরে উদ্যোক্তারা আরও জানিয়েছেন, উচ্চশিক্ষার প্রসার কাম্য হলেও এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করা হয়নি। এখন তারা নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য আরও সময় চেয়েছে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় চাইছে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে না পারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে ন্যূনতম হলেও ব্যবস্থা নিতে। তাদের যুক্তি হলো, আইন জেনেই উদ্যোক্তারা বিশ্ববিদ্যালয় করেছেন। সময়ও পেয়েছেন যথেষ্ট।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, নতুন করে আরও ১৩০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পেতে আবেদন জমা দিয়েছে। এর মধ্যে ৭০টির মতো পরিদর্শন শেষ হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র বলছে, রাজনৈতিক বিবেচনায় নতুন করে আরও কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

দেশের বিদ্যমান ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশের মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। চারবার সময় দিলেও পুরোনোরাই নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাচ্ছে না। এ রকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়ার অনুমোদন, নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য সময় বাড়ানোসহ আরও কিছু সুবিধা চেয়েছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি দেয় সমিতি।

> পুরোনো ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৯টিই সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যায়নি। এদের কোনোটি আংশিক গেছে। ১২টি নিজস্ব ক্যাম্পাসে কার্যক্রম চালাচ্ছে

সমিতির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মানসম্মত প্রভাষক পাওয়া যাচ্ছে না। অধ্যাপক পাওয়া তো আরও কঠিন। একাধিক উদ্যোক্তা বলেছেন, একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে শতকোটি টাকার বিনিয়োগ প্রয়োজন। কিন্তু এই খাতে ঋণ পাওয়া যায় না। জমি কিনে নকশা পেতেও লাগে দুই বছর।

তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির ঊর্ধ্বতন একাধিক কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেছেন, গত জানুয়ারি পর্যন্ত চার দফায় ছয় বছর সময় দেওয়ার পরও পুরোনো ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৯টিই সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যায়নি। এদের কোনোটি আংশিক গেছে। ১২টি নিজস্ব ক্যাম্পাসে কার্যক্রম চালাচ্ছে। এ অবস্থায় ন্যূনতম হলেও কোনো ধরনের শাস্তি দিতে হবে। সময় দিলেও কঠিন শর্ত দেওয়া হবে। এ নিয়ে আজ মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির যৌথ সভা ডাকা হওয়া হয়েছে। ইউজিসিতে অনুষ্ঠেয় এই সভায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও উপস্থিত থাকবেন। শিক্ষামন্ত্রী কিছুদিন ধরে বলছেন, যারা আইন মেনে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যায়নি, সেগুলোতে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হবে।

আইন অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠার সাত বছরের মধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার কথা। কিন্তু পুরোনোগুলোর বয়স এক যুগের বেশি।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির চেয়ারম্যান শেখ কবির হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা আশা করি সরকার এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না, যাতে আমরা বিপদে পড়ি।'

শেখ কবিরের সই করা চিঠিতে বলা হয়, উচ্চশিক্ষার প্রসার কাম্য, কিন্তু এতগুলো নতুন বিশ্ববিদ্যালয়কে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা প্রদানের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে কি না, সেটাও বিবেচনা করা দরকার।

ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মোট শিক্ষক আছেন ১৫ হাজার ৫৮ জন। এর মধ্যে ৪ হাজার ৮৭০ জনই খণ্ডকালীন শিক্ষক। পূর্ণকালীন শিক্ষক আছেন ১০ হাজার ১৮৮ জন। খণ্ডকালীন শিক্ষকেরা অধিকাংশই বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি দেওয়ার অনুমোদন চাওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান গতকাল সোমবার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এখন তো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ। পূর্ণকালীন শিক্ষক কম। স্নাতক পর্যায়ে ঠিকমতো পড়াতে পারে না। সেখানে পিএইচডি কীভাবে দেবে? আগে মান নিশ্চিত করুক। তারপর বিবেচনা করা যেতে পারে।'